কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩ জুন, ২০২২ ২৩:২৭

কৃষিতে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি নিয়ে ভাবতে হবে

ড. মো. সহিদুজ্জামান

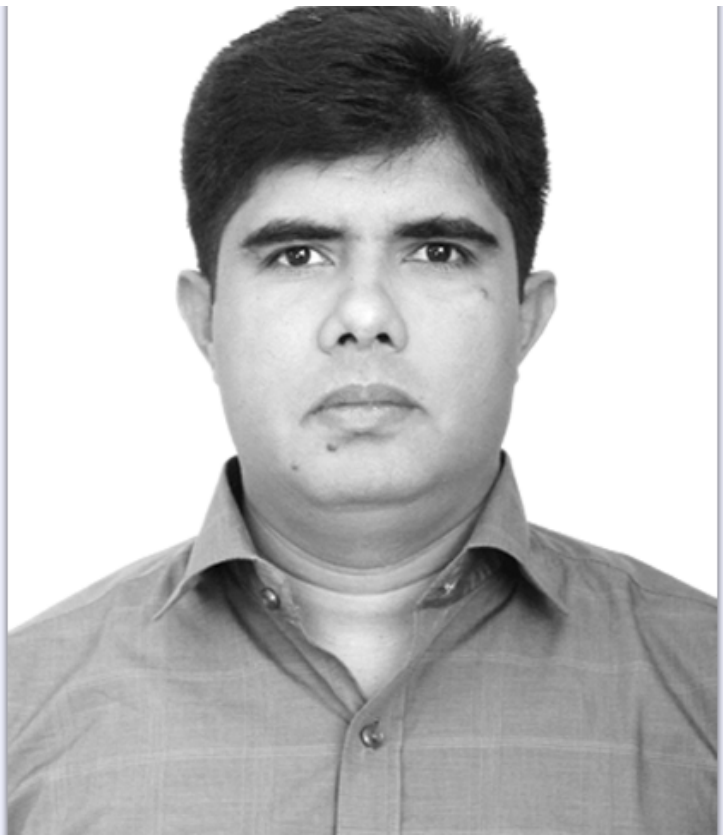

সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা একটি বহুল প্রতীক্ষিত বিষয়। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের কৃষিশিক্ষাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এটি শুরু করে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে উপমহাদেশের কৃষিশিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

সমন্বিত পদ্ধতির প্রাথমিক বাছাই বা সিলেকশন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে শুরু থেকেই প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে।

করোনা মহামারিতে ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা না হওয়ায় আগের এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে এইচএসসির ফলাফল দেওয়া হয়। এতে শুধু বিজ্ঞানে এক লাখ ২৩ হাজার ৬২০ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পান। ২০২১ সালে শর্ট সিলেবাসের ওপর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞানে জিপিএ ৫ পেয়েছেন এক লাখ ৪৭ হাজার ৬৯৭ শিক্ষার্থী।

সমন্বিত কৃষি ভর্তি পরীক্ষায় গত বছর ন্যূনতম জিপিএর ভিত্তিতে আবেদনের সুযোগ দেওয়ায় সর্বমোট ৭৬ হাজার ৫৩৯ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ভিত্তিক মোট নম্বরের ভিত্তিতে সিলেকশন করে মোট ৩৪ হাজার ৮৪৬ শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়, যা আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের অর্ধেকেরও কম।

অনেক গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছেন, যাঁদের আর্থিক অনটন কিংবা পারিবারিক বা স্বাস্থ্যগত সাময়িক কোনো সমস্যার কারণে এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষায় একটি বা দুটি বিষয়ে ভালো নম্বর না পেলেও তাঁরা সিলেকশন পাওয়া শিক্ষার্থীর তুলনায় অধিক মেধাবী ও যোগ্য হতে পারেন। এটা ভর্তি পরীক্ষায় উল্লিখিত বিষয়গুলোতে বেশি নম্বর রেখেও মূল্যায়ন করা যেত। তাই এই বাছাইপ্রক্রিয়ায় অনেকেই যোগ্য হলেও তাঁদের বিকশিত হওয়ার পথ আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সব বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। এ ছাড়া জাবি ও চবিতে বিভিন্ন শিফটে আবেদনকারী সব শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। সাধারণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ (জিএসটি) ও সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে সিলেকশন বাড়িয়ে ৭২ হাজার করেছে।

কৃষি ও প্রকৌশল ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (কয়েকটি বাদে) যদি গুচ্ছ পদ্ধতিতে আসার আগে আবেদনকারী যোগ্য সব শিক্ষার্থীর জন্য ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে পারে, তাহলে সম্মিলিতভাবে কেন পারবে না—এ প্রশ্ন অনেকের। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে যদি ভর্তীচ্ছু সব প্রার্থীর জন্য ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে পারে, তাহলে তারা কেন পারবে না।

কিন্তু কৃষিগুচ্ছ তাদের আসন সংখ্যার ১০ গুণ শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসছে না। যখন কৃষিগুচ্ছ ছিল না তখন বাকৃবি ও বশেমুরবিপ্রবি ছাড়া অন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে আবেদনের প্রায় সব শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়া হতো। যেখানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, সেখানে কৃষিগুচ্ছ কমিয়ে দিচ্ছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পর হয়। কৃষিতে আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত ভালো কোথাও সুযোগ পেলে কৃষি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন না। যাঁরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের অনেকেই আবার পছন্দের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না হলে অন্য কোথাও চলে যান। ফলে যে আসনগুলো ফাঁকা থাকে, সেগুলো আর পূরণ করার সুযোগ থাকে না। যেখানে দেশে উচ্চশিক্ষায় আসন সংখ্যা সীমিত, সেখানে কৃষির গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এমন সিদ্ধান্তের কারণে অনেকেই উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যা নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত।

বাছাইকৃতদের মধ্যে শতভাগ যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন, তা-ও নয়। অনেক সময় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ২৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকেন। সব কিছু মিলে অনেক শিক্ষার্থীর

কৃষিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ একেবারেই সীমিত হয়ে যায়। ফলে প্রতি সিটের বিপরীতে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ অনেকটাই কমে যায়।

যদি সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়া হয়, তবে অনেক শিক্ষার্থী, যাঁরা কৃষিবিদ হওয়ার স্বপ্ন লালন করেন তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মেধাবীরাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন। তাই কৃষিতে গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতির সিলেকশন পদ্ধতি বাতিল করা হোক অথবা সিলেকশন বৃদ্ধি করা হোক—এ দাবি অনেক ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের।

লেখক : অধ্যাপক ও গবেষক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com